Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী ইসলাম

রোলঃ 228020105

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী ইসলাম

রোলঃ 228020105

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও আমাদের জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মৌসুমী ইসলাম, আইডিঃ 228020105 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম ও আমাদের জীবন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মৌসুমী ইসলাম

আইডিঃ 228020105

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ইসলাম – ধারণা ও উৎস 5
অধ্যায় ২: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ (আকীদা) 8
অধ্যায় ৩: ইসলামের ইবাদতব্যবস্থা 12
অধ্যায় ৪: ইসলাম ও নৈতিকতা 14
অধ্যায় ৫: ইসলাম ও সামাজিক জীবন 18
অধ্যায় ৬: ইসলাম ও অর্থনীতি 21
অধ্যায় ৭: ইসলাম ও রাজনীতি 25
অধ্যায় ৮: ইসলাম ও শিক্ষা 28
অধ্যায় ৯: ইসলাম ও বিজ্ঞান 32
অধ্যায় ১০: ইসলাম ও মানবাধিকার 35
অধ্যায় ১১: ইসলাম ও অর্থনীতি/আর্থসামাজিক জীবন 39
অধ্যায় ১২: ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 42
অধ্যায় ১৩: ইসলাম ও পরিবেশ/প্রকৃতি সংরক্ষণ 45
অধ্যায় ১৪: ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 48
অধ্যায় ১৫: ইসলাম ও মানবাধিকার 51
অধ্যায় ১৬: ইসলাম ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা 55
অধ্যায় ১৭: ইসলাম ও পরিবেশ 58
অধ্যায় ১৮: ইসলাম ও প্রযুক্তি 61
অধ্যায় ১৯: ইসলাম ও শাসনব্যবস্থা 63
অধ্যায় ২০ : ইসলাম ও বিনোদন 66
অধ্যায় ২১: ইসলাম ও মানবাধিকার 67

অধ্যায় ২২: ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 70
অধ্যায় ২৩: ইসলাম ও খেলাধুলা 73
অধ্যায় ২৪: ইসলাম ও শান্তির দৃষ্টিভঙ্গি 74

অধ্যায় ১: ইসলাম – ধারণা ও উৎস

১.১ ইসলাম শব্দের ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য

"ইসলাম" শব্দটি এসেছে আরবি "س-ل-م (সিন-লাম-মীম)" ধাতু থেকে, যার অর্থ হলো শান্তি, নিরাপত্তা, এবং আত্মসমর্পণ। শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ: আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ এবং তার বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করা। আল্লাহর আদেশের সামনে নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করাকে ইসলাম বলা হয়। সুতরাং, ইসলাম মানে শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

১.২ ইসলামের সংজ্ঞা ও পরিধি

ইসলাম কেবল নামাজ-রোযার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক—আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক—সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا."

অর্থ: "ইসলাম হলো—তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল; নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমজানের রোযা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে হজ পালন করবে।"

— সহীহ মুসলিম: ৮

১.৩ ইসলামের মূল উৎস

ইসলামের দুটি প্রধান উৎস রয়েছে:

ক. আল-কুরআন

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ২৩ বছরে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। এতে বিশ্বাস, ইবাদত, আইন, নৈতিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এই গ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই—এটি মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ।"

— সূরা বাকারা: ২

খ. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন "জীবন্ত কুরআন"। তার কথা, কাজ, নীরব অনুমোদন—সবই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের অনেক আয়াত তার জীবনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ <

"নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

— সূরা আহযাব: ২১

১.৪ ইসলাম কীভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইসলাম শুধু ধর্মীয় আচার পালনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এমনকি পরিবেশ সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। একজন মুসলিমের জন্য জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করা ফরজ।

১.৫ ইসলাম ও পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ

ইসলামের আগে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির নিকট ধর্ম পাঠানো হয়েছে—যেমন নূহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ)। ইসলাম তাদের সবার দাওয়াতেরই চূড়ান্ত রূপ। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।"

— সূরা আলে ইমরান: ১৯

১.৬ ইসলামের বৈশ্বিকতা

ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী বা ভূখণ্ডের জন্য নয়। এটি বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরিত সর্বজনীন দীন। রাসূল (সাঃ) নিজেই বলেছেন:

وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً

"আমি পাঠানো হয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য।"
— সহীহ মুসলিম: ৫২১

১.৭ উপসংহার

এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে গঠিত। এটি শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং পার্থিব ও আখিরাত—উভয় জীবনের জন্য নির্দেশনা দেয়।

অধ্যায় ২: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ (আকীদা)

২.১ আকীদা অর্থ কী?

“আকীদা” শব্দটি আরবি “আকাদা” ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ শক্তভাবে বাঁধা, দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলামী পরিভাষায় আকীদা হল এমন কিছু বিশ্বাস যেগুলো একজন মুসলমান হৃদয় দিয়ে মেনে নেয়, যাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

আকীদা ছাড়া আমল অকার্যকর। তাই ইসলামী জীবনের ভিত্তি হলো সঠিক আকীদা।

২.২ ইসলামের ছয়টি মৌলিক বিশ্বাস

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ ছয়টি:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান
২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান
৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান
৪. নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান
৫. পরকাল ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান
৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান (ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে)

২.৩ আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই, তিনি সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি দয়ালু, পরাক্রমশালী এবং সব জায়গায় উপস্থিত।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ

বলো: তিনি আল্লাহ, একমাত্র। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।
— সূরা ইখলাস: ১–২

আল্লাহর প্রতি ঈমান মানে তার অস্তিত্ব, একত্ব, গুণাবলী ও প্রভুত্বে বিশ্বাস রাখা।

২.৪ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টি। তারা আলোর তৈরি, ভুল করেন না, গুনাহ করে না। তারা সবসময় আল্লাহর আদেশ পালন করেন।

বিখ্যাত ফেরেশতারা:

জিবরাঈল (আঃ): ওহি নিয়ে আসতেন।

ইস্রাফীল (আঃ): কিয়ামতের দিন শিংকা ফুঁকবেন।

মালিক: জাহান্নামের রক্ষক।

রকিব ও আতিদ: আমাদের আমল লেখেন।

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

তারা যা আদেশ করা হয়, তাই পালন করে।

— সূরা নাহল: ৫০

২.৫ আসমানী কিতাবসমূহে ঈমান

আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে তার হিদায়াত পাঠিয়েছেন আসমানী কিতাব আকারে। চারটি প্রধান কিতাব:

তাওরাত – মূসা (আঃ) এর উপর

যবুর – দাউদ (আঃ) এর উপর

ইনজিল – ঈসা (আঃ) এর উপর

কুরআন – মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর

وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ

তিনি তাওরাত ও ইনজিল অবতীর্ণ করেছেন... এবং কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

— সূরা আলে ইমরান: ৩–৪

কুরআন হলো সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ ও অবিনশ্বর গ্রন্থ।

২.৬ নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ মানবজাতিকে সৎপথে চলার জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। মোট নবীর সংখ্যা অনেক (হাজার হাজার), তবে কুরআনে ২৫ জনের নাম এসেছে।

সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মদ (সাঃ)।

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

মুহাম্মদ তোমাদের কারো পিতা নন; তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।

— সূরা আহযাব: ৪০

২.৭ পরকাল ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান

এই দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। একদিন কিয়ামত হবে, সবাই মারা যাবে এবং পুনরুত্থিত হবে। তারপর বিচার হবে, জান্নাত ও জাহান্নামে যাওয়া নির্ধারিত হবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

প্রতিটি প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

— সূরা আলে ইমরান: ১৮৫

২.৮ তাকদীর বা ভাগ্যের প্রতি ঈমান

ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে, সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে। আমাদের কর্তব্য হলো চেষ্টা করা, ফলাফলের মালিক আল্লাহ।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

নিশ্চয়ই আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।

— সূরা কদর: ৩

২.৯ আকীদা জীবনের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে

সঠিক আকীদা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও দৃঢ় নীতিবান করে তোলে। সে জানে, আল্লাহ তাকে দেখছেন, ফলে সে গুনাহ থেকে বাঁচে।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।
— সূরা হাদীদ: ৪

২.১০ উপসংহার

আকীদা ইসলামের প্রাণ। আকীদা ছাড়া আমল গৃহীত হয় না। তাই একজন মুসলমানের জীবনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল সঠিক আকীদা অর্জন এবং তা রক্ষা করা।

অধ্যায় ৩: ইসলামের ইবাদতব্যবস্থা

৩.১ ইবাদতের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

"ইবাদত" শব্দটি আরবি "عبادة" থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য, ভালোবাসা ও ভক্তিভরে তার আদেশ পালন করা। ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইবাদতই মানুষের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"

— সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬

৩.২ ইবাদতের প্রকারভেদ

ইসলামে ইবাদত দুই ধরনের:

১. শারীরিক ইবাদত — যেমন: নামাজ, রোযা, হজ।

২. আর্থিক ইবাদত — যেমন: যাকাত, সদকা।

আরও রয়েছে সামাজিক ইবাদত — যেমন: সদ্ব্যবহার, অপরের উপকার, হাসিমুখে কথা বলা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

"كل معروف صدقة"

"প্রতিটি ভাল কাজই সদকা।"

— সহীহ মুসলিম: ১০০৫

৩.৩ নামাজ (সালাত)

নামাজ ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্যের চিহ্ন।

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"নামাজ মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে।"

— সূরা নিসা: ১০৩
নামাজের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি হয়, গুনাহ দূর হয়, আত্মিক প্রশান্তি আসে।

৩.৪ রোযা (সিয়াম)

রমজান মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসংগম থেকে বিরত থাকার নাম রোযা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে।"
— সূরা বাকারা: ১৮৩
রোযা তাকওয়া অর্জনের উপায়। এটি ধৈর্য ও সংযম শেখায়।

৩.৫ যাকাত

ধনী মুসলমানদের জন্য ফরজ ইবাদত। এটি ধনীদের সম্পদ থেকে গরীবের হক আদায় করার ব্যবস্থা।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

"তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, যা তাদেরকে পবিত্র করবে।"
— সূরা তাওবা: ১০৩
যাকাত সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে এবং হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে।

৩.৬ হজ

হজ হলো জীবনে একবার সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য ফরজ ইবাদত। এটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ।

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"মানুষের উপর আল্লাহর জন্য কাবাঘর হজ করা ফরজ, যদি তারা সক্ষম হয়।"
— সূরা আলে ইমরান: ৯৭
হজ মানুষকে অহংকারহীন, বিনয়ী ও ধৈর্যশীল করে তোলে।

৩.৭ ইবাদতের উপকারিতা

ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, আত্মা শান্তি পায়, সমাজে শৃঙ্খলা আসে। ইবাদত মানুষের চরিত্র গঠন করে।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও গোনাহ থেকে বিরত রাখে।"

— সূরা আনকাবুত: ৪৫

৩.৮ ইবাদত ও আধুনিক জীবন

আজকের ব্যস্ত জীবনে ইবাদত যেন উপেক্ষিত না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি। নিয়মিত ইবাদত করলে মানসিক চাপ কমে, আত্মিক স্থিতি আসে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৯ উপসংহার

ইবাদত ইসলামী জীবনের মূলভিত্তি। ইবাদতের মাধ্যমেই মানুষের চরিত্র, আত্মা ও সমাজ সুন্দর হয়ে ওঠে। সঠিকভাবে ইবাদত করাই একমাত্র সফলতার পথ।

অধ্যায় ৪: ইসলাম ও নৈতিকতা

৪.১ নৈতিকতা: ধারণা ও গুরুত্ব

নৈতিকতা (আখলাক) অর্থ নীতি, আদর্শ ও চরিত্র। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক ইবাদতের পাশাপাশি অন্তরের পরিশুদ্ধির উপর জোর দেয়, যা নৈতিকতা বা চরিত্র গঠনের মূল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করতে।"

— সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৪.২ কুরআনে নৈতিকতার নির্দেশনা

কুরআন বিভিন্ন নৈতিক গুণাবলির শিক্ষা দেয়:

সত্যবাদিতা

ধৈর্য

ক্ষমাশীলতা

বিনয়

দয়া

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

— সূরা বাকারা: ১৯৫

৪.৩ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নৈতিক আদর্শ

তিনি ছিলেন মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ নৈতিক আদর্শ। কুরআন বলে:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আপনি তো মহৎ চরিত্রের অধিকারী।"

— সূরা আল-কালাম: ৪

তাঁর জীবনে আমরা দেখি:

সর্বদা সত্য বলা

শত্রুর সাথেও সদ্ব্যবহার

দাস-দাসীদের সম্মান

গরীবের প্রতি দয়া

সব সম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীলতা

৪.৪ ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি

১. আল্লাহভীতি (তাকওয়া)

২. পরকালের জবাবদিহির বোধ

৩. রাসূলের আদর্শ অনুসরণ

এই ভিত্তিগুলো মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করে।

৪.৫ ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতা

নৈতিক মানুষ—
বিশ্বস্ত হয়
আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখে
হিংসা, ঘৃণা ও লোভ থেকে মুক্ত থাকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।"
— সূরা তাওবা: ১১৯

৪.৬ পারিবারিক জীবনে নৈতিকতা

ইসলাম চায়—
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ
সন্তানদের প্রতি সদ্ব্যবহার
পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন—তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"
— সূরা ইসরা: ২৩

৪.৭ সামাজিক জীবনে নৈতিকতা

ইসলাম চায়—
প্রতিবেশীর হক আদায়
দুর্বলদের সাহায্য
গীবত, মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি থেকে বিরত থাকা
রাসূল (সাঃ) বলেন:

"والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه"

"আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয় যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।"
— সহীহ বুখারী: ৬·১৬

৪.৮ অর্থনীতিতে নৈতিকতা

ইসলামিক অর্থনীতি সততা, সুদমুক্তি ও ন্যায়বিচারের উপর দাঁড়ানো। অসৎ লেনদেন, ঘুষ, মজুতদারী, ওজনে কম দেয়া – হারাম।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

"ঠিকভাবে পরিমাপ করো এবং ন্যায়বিচারের সাথে ওজন করো।"
— সূরা আন'আম: ১৫২

৪.৯ নৈতিকতা ও আধুনিক বিশ্ব

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগে যেখানে চারিত্রিক অধঃপতন বেড়েছে, সেখানে ইসলামি নৈতিকতা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, সামাজিক স্থিতি ফিরিয়ে আনে।

৪.১০ উপসংহার

নৈতিকতা ছাড়া কোনো সমাজ টিকে থাকতে পারে না। ইসলাম শুধু ইবাদতের ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক জীবনব্যবস্থা। ইসলামী নৈতিকতা অনুসরণ করলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই কল্যাণ লাভ করে।

অধ্যায় ৫: ইসলাম ও সামাজিক জীবন

৫.১ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা

ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত ধর্ম নয়; এটি সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামের সমাজব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো: ন্যায়ভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল সমাজ গঠন।

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

"নিশ্চয়ই তোমাদের এই জাতি একটাই জাতি এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং আমারই ইবাদত করো।"

— সূরা আম্বিয়া: ৯২

৫.২ সামাজিক জীবনে ইসলামের মূলনীতি

১. ভ্রাতৃত্ব
২. সহানুভূতি ও সাহায্য
৩. ন্যায়বিচার ও সাম্য
৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"

"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ইমারতের মতো, একে অপরকে শক্তিশালী করে।"

— সহীহ বুখারী: ৪৮১

৫.৩ প্রতিবেশীর হক

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কষ্ট না দেওয়া, বিপদে পাশে থাকা, দয়া করা—এই সবই ইসলামের নির্দেশ।

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

“আত্মীয় প্রতিবেশী ও অচেনা প্রতিবেশীর হক আদায় করো।”
— সূরা নিসা: ৩৬

৫.৪ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা

পরিবার ও আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা ইসলামে ফরজের মতো গুরুত্ব পায়।

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

“আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরকে অনুরোধ করো, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করো না।”
— সূরা নিসা: ১

৫.৫ গরিব ও দুর্বলদের অধিকার

ইসলাম গরিবদের সাহায্য, মজলুমের পাশে দাঁড়ানো এবং দুর্বলদের অধিকার রক্ষা করতে বারবার উৎসাহিত করে।

فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

“একজন দাসকে মুক্ত করা, অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অভুক্তদের খাদ্যদান করা।”
— সূরা বালাদ: ১৩-১৪

৫.৬ নারীর সম্মান ও অধিকার

ইসলাম নারীকে সম্মানজনক আসনে আসীন করেছে। নারী পুরুষ উভয়েই আল্লাহর কাছে সমান মর্যাদার অধিকারী।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহাপুরস্কার রেখেছেন।”
— সূরা আহযাব: ৩৫

৫.৭ সামাজিক অপরাধের প্রতিরোধে ইসলাম

ইসলাম গীবত, চুরি, সুদ, ঘুষ, অন্যায় হত্যা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

"তোমরা একে অপরের দোষ খোঁজো না এবং কেউ যেন কারো গীবত না করে।"

— সূরা হুজরাত: ১২

৫.৮ ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচার

ন্যায়বিচার ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তি। কারো প্রতি বিদ্বেষও যেন ন্যায়বিচার থেকে দূরে না রাখে।

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا

"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় থেকে ফিরিয়ে না দেয়। ন্যায়ই করো।"

— সূরা মায়েদা: ৮

৫.৯ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহনশীলতা

ইসলাম সব ধর্ম, জাতি ও বর্ণের মানুষের সাথে সম্মানের সাথে বসবাস করার শিক্ষা দেয়।

রাসূল (সাঃ) বলেন:

"من آذى ذميا فقد آذاني"

"যে কোনো অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়।"

— মুসনাদে আহমাদ: ১৯৪০১

৫.১০ উপসংহার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা। এর নীতিমালায় সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, মানবতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যদি সমাজের প্রতিটি মানুষ ইসলামের সামাজিক আদর্শ মেনে চলে, তবে একটি কল্যাণময় সমাজ গঠিত হয়।

অধ্যায় ৬: ইসলাম ও অর্থনীতি

৬.১ ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামি অর্থনীতি হলো একটি ন্যায়ভিত্তিক, সুদমুক্ত ও মানবকল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা, যা সম্পদের সঠিক ব্যবহার, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও বণ্টনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

এর মূল বৈশিষ্ট্য:

সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ

মানুষ খলিফা ও আমানতদার

উপার্জনের উৎস হালাল হতে হবে

দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যবস্থা

সুদের সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"তোমাদের যা কিছু আল্লাহ দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করো; কেননা তিনি তোমাদেরকে এসবের খলিফা বানিয়েছেন।"

— সূরা হাদীদ: ৭

৬.২ উপার্জনের ইসলামি নীতিমালা

ইসলাম হালাল উপার্জনকে ইবাদত বলে ঘোষণা করেছে এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা হালাল ও পবিত্র, তা থেকেই খাও।"

— সূরা বাকারা: ১৭২

হারাম আয়ের মধ্যে পড়ে:

চুরি

ঘুষ

সুদ

জুয়া
ওজনে কম দেয়া
প্রতারণামূলক ব্যবসা

৬.৩ সুদের নিষেধাজ্ঞা

সুদ (রিবা) ইসলামে কঠোরভাবে হারাম। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

"হে মুমিনগণ! তোমরা সুদ খেও না, যা বহু গুণে বেড়ে যায়।"
— সূরা আলে ইমরান: ১৩০

রাসূল (সাঃ) বলেন:

"الربا ثلاث وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه"

"সুদ ৭৩ প্রকার, যার মধ্যে সবচেয়ে লঘুতমটি হলো—মায়ের সাথে জিনা করার মতো।"
— সহীহ ইবন মাজাহ: ২২৭৪

৬.৪ যাকাত ও সাদাকাহ: ধনসম্পদের সুষম বণ্টন

ইসলাম ধনী-গরিবের মাঝে সম্পদের ভারসাম্য রাখতে যাকাত ফরজ করেছে এবং অতিরিক্ত দান (সাদাকাহ)-কে উৎসাহিত করেছে।

যাকাত সমাজে:
গরিবের সাহায্য করে
দারিদ্র্য হ্রাস করে
সম্পদকে বিশুদ্ধ করে
সামাজিক সংহতি গড়ে তোলে

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"তাদের সম্পদ থেকে দান (যাকাত) গ্রহণ করো, যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।"
— সূরা তাওবা: ১০৩

৬.৫ ইসলামি ব্যবসা নীতিমালা

১. হালাল পণ্য ও সেবা
২. ক্রেতাকে প্রতারণা না করা
৩. সঠিক মাপ ও ওজন
৪. চুক্তিতে স্বচ্ছতা
৫. মজুদদারী না করা

রাসূল (সাঃ) বলেন:

مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে প্রতারণা করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"
— সহীহ মুসলিম: ১০১

৬.৬ ইসলামি ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ

আধুনিক প্রেক্ষাপটে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও শরিয়া অনুযায়ী বিনিয়োগব্যবস্থা ইসলামি অর্থনীতির চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মুদারাবা: মুনাফাভাগ চুক্তি
মুশারাকা: যৌথ বিনিয়োগ
ইজারা: ইজারা বা ভাড়ার ভিত্তিতে সম্পদ ব্যবহার
বাই-আল-মুরাবাহা: চুক্তিভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়

৬.৭ দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম দারিদ্র্যকে নির্মূল করতে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে।
যাকাত-সাদাকাহ
বায়তুল মাল
কর্মসংস্থানের সুযোগ
সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

৬.৮ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার

ইসলাম চায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনসম্পদ কেবল ধনীদের মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকে।

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

"যাতে তা (সম্পদ) ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে।"

— সূরা হাশর: ৭

৬.৯ অর্থনৈতিক অনাচার ও তার প্রতিকার

ইসলাম নিচের বিষয়গুলোকে হারাম ঘোষণা করেছে:

জালিয়াতি

দুর্নীতি

মজুদদারি

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খেলা

রাসূল (সাঃ) বলেন:

من احتكر فهو خاطئ

"যে খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে, সে পাপী।"

— সহীহ মুসলিম: ১৬০৫

৬.১০ উপসংহার

ইসলামি অর্থনীতি কেবল একটি তত্ত্ব নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা। যদি ইসলামি অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন হয়, তবে সমাজ থেকে দরিদ্রতা, অন্যায় ও বৈষম্য দূর হয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণময় সমাজ গঠন সম্ভব।

অধ্যায় ৭: ইসলাম ও রাজনীতি

৭.১ রাজনীতির সংজ্ঞা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনীতি শব্দটি সাধারণত শাসন, নেতৃত্ব ও জনকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলাম রাজনীতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পূণ্যময় দায়িত্ব হিসেবে দেখে, যেখানে নেতৃত্ব জনগণের কল্যাণ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, এবং আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তাদের প্রাপ্যদের নিকট অর্পণ করবে এবং যখন মানুষের মাঝে বিচার করো তখন ন্যায়বিচার করো।"
— সূরা নিসা: ৫৮

৭.২ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর রাজনৈতিক নেতৃত্ব

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নবী (সা.) প্রমাণ করেছেন, ইসলাম কেবল মসজিদভিত্তিক ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থাও।
মদীনা সনদ: ধর্মীয় স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
শান্তি প্রতিষ্ঠা: যুদ্ধ এড়িয়ে কূটনীতি ও শান্তিচুক্তি (যেমন: হুদাইবিয়ার সন্ধি)

৭.৩ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি

১. খিলাফত ও পরামর্শভিত্তিক শাসন (শূরা)
২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব
৩. আইনের শাসন ও ইনসাফ
৪. জনগণের অধিকার সংরক্ষণ
৫. দুর্নীতির বিরোধিতা

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"তাদের সব কাজই পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে হয়।"
— সূরা শূরা: ৩৮

৭.৪ খিলাফত পদ্ধতি

নবী (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবিরা খিলাফত ব্যবস্থা চালু করেন, যা ছিল একটি নির্বাচনভিত্তিক নেতৃত্ব ব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থা:

ইনসাফ ও আমানতের ভিত্তিতে পরিচালিত
সাধারণ মানুষের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল
ধর্ম ও দুনিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখত

৭.৫ আধুনিক যুগে ইসলাম ও রাজনীতি

আধুনিক যুগে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা করে দেখা হয়, কিন্তু ইসলামে তা নয়। ইসলামে রাজনীতিও ইবাদতের একটি রূপ। ইসলামী রাজনীতি মানে:
নেতৃত্বে সৎ লোকের নির্বাচন
আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা
মানবকল্যাণ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা

৭.৬ ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

১. শরিয়াভিত্তিক আইন
২. নৈতিকতা ও সদাচরণের প্রচার
৩. দুর্নীতির দমন
৪. মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষা

الْخِلَافَةُ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

“খিলাফত হবে নবুয়তের পথ অনুসারে।”
— মুসনাদে আহমাদ: ১৮২০৪

৭.৭ রাজনৈতিক নেতার গুণাবলি

১. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া

২. ন্যায়পরায়ণতা
৩. পরামর্শ গ্রহণে আগ্রহ
৪. সেবামূলক মনোভাব
৫. কর্তব্যনিষ্ঠা ও আমানতদারিতা

রাসূল (সা.) বলেন:

"الإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته"

"নেতা হচ্ছে একজন অভিভাবক, এবং তার অধীনস্থদের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।"
— সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৭.৮ ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে না। ধর্ম, সমাজ, আইন, শিক্ষা, রাজনীতি — সব একত্রে একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার অংশ।

৭.৯ ইসলামি রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ইসলাম আন্তর্জতিক সম্পর্কেও ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়:
প্রতিশ্রুতি রক্ষা
যুলুমের বিরোধিতা
মানবিক সহানুভূতি
সংলাপ ও দাওয়াতের মাধ্যমে বার্তা পৌঁছানো

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

"যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকে যাও।"
— সূরা আনফাল: ৬১

৭.১০ উপসংহার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ায় রাজনীতিও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামি রাজনৈতিক আদর্শে নেতৃত্ব মানে সেবা, ইনসাফ, নৈতিকতা ও আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা

করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তবে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

অধ্যায় ৮: ইসলাম ও শিক্ষা

৮.১ ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ফরজ করেছে। ইসলামের প্রথম ওহিই এসেছে "পড়" নির্দেশনা দিয়ে।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

— সূরা আলাক: ১

শিক্ষা ইসলামে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। নারী-পুরুষ সকলের জন্য জ্ঞানার্জন আবশ্যক।

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।"

— ইবন মাজাহ: ২২৪

৮.২ শিক্ষার প্রাথমিক উৎস: কুরআন ও হাদীস

ইসলামে শিক্ষার মূল উৎস হলো:

আল-কুরআন — জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎস

হাদীস — রাসূল (সা.)-এর বাণী ও কর্ম

এ দুটি থেকেই জীবনব্যবস্থার প্রতিটি দিকের জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

৮.৩ জ্ঞান ও আলেমদের মর্যাদা

আলেম বা জ্ঞানীদের মর্যাদা ইসলামে অত্যন্ত উচ্চ।

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তাদের মর্যাদা উন্নীত করেন।”

— সূরা মুজাদিলা: ১১

রাসূল (সা.) বলেন:

فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب

“একজন আলেমের মর্যাদা ইবাদতকারীর উপর এমন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা অন্য তারকার ওপর।”

— আবু দাউদ: ৩৬৪১

৮.৪ নৈতিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা

ইসলাম শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বরং নৈতিক ও আমলভিত্তিক শিক্ষা চায়।

আমানতদারি

সত্যবাদিতা

নম্রতা

সেবামূলক মনোভাব

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা ছিল আচরণমূলক:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্য।”

— মুয়াত্তা মালিক: ১৬১৪

৮.৫ নারী শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামে নারীর শিক্ষা বাধা নয়, বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন:

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين

“যে ব্যক্তি দুই মেয়েকে বড় করে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে এমন (কাছে) থাকবো।”

— সহীহ মুসলিম: ২৬৩১

৮.৬ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: অতীত ঐতিহ্য

ইসলামী সভ্যতায় শিক্ষা ছিল মসজিদভিত্তিক:

মাদ্রাসা ও কুতুবখানা
চিকিৎসা, গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও উন্নতি
আল-আযহার, নিযামিয়া, করাওয়াইন বিশ্ববিদ্যালয়

৮.৭ আধুনিক শিক্ষায় ইসলামের ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মবিমুখতা ও নৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছে। ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য:

দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা
নৈতিকতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধি
সমাজের সেবায় নিজেকে নিবেদন

৮.৮ দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার সমন্বয়

ইসলাম দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানকে আলাদা করে না। বরং উভয়ের সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠন চায়।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও।"

— সূরা বাকারা: ২০১

৮.৯ ইসলামি শিক্ষার প্রয়োগে করণীয়

১. পাঠ্যক্রমে ইসলামি মূল্যবোধ সংযোজন
২. আদর্শ শিক্ষক নিয়োগ

৩. ইলম ও আমলের সমন্বয়
৪. আধুনিক প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার
৫. নারীদের জন্য আলাদা ও নিরাপদ শিক্ষা ব্যবস্থা

৮.১০ উপসংহার

ইসলামে শিক্ষা জীবনের মূল ভিত্তি। কুরআন ও হাদীস জ্ঞানের প্রথম উৎস। ইসলাম এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চায়, যা মানুষকে আল্লাহভীরু, সমাজসচেতন, এবং ন্যায়নিষ্ঠ করে গড়ে তুলবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্তি একান্ত অপরিহার্য।

অধ্যায় ৯: ইসলাম ও বিজ্ঞান

৯.১ বিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম বিজ্ঞান ও গবেষণাকে উৎসাহিত করেছে। কুরআনে বহুবার মানুষকে সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তাভাবনার আহ্বান জানানো হয়েছে। সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করাই হচ্ছে প্রকৃত বিজ্ঞান।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"
— সূরা আল-ইমরান: ১৯০

৯.২ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা

ইসলাম মানুষকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের আহ্বান জানায়। কুরআন কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থ না হলেও এতে অনেক বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত রয়েছে:

ভ্রূণের বিকাশ (সূরা মুমিনুন: ১২-১৪)
মহাবিশ্বের প্রসারণ (সূরা যারিয়াত: ৪৭)
পাহাড়ের ভূমিকা (সূরা নাবা: ৬-৭)
পানির মধ্য থেকে সব জীবের উৎপত্তি (সূরা আম্বিয়া: ৩০)

৯.৩ ইসলামী সভ্যতার বৈজ্ঞানিক অবদান

মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন:

বিজ্ঞানী	অবদান
ইবনে সিনা	চিকিৎসাবিদ্যা (Canon of Medicine)
আল-বিরুনি	ভূগোল, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

আল-খারিজমি অ্যালজেবরা ও অঙ্ক
ইবনে হাইসাম অপটিক্স (আলোক বিজ্ঞান)
ইবনে রুশদ দর্শন ও বিজ্ঞান সমন্বয়

৯.৪ প্রযুক্তি ও আধুনিকতা: ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম প্রযুক্তিকে হারাম বা নিষিদ্ধ করে না, বরং এর সঠিক ব্যবহারে উৎসাহিত করে:

ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মেডিকেল প্রযুক্তি — কল্যাণে ব্যবহারে উৎসাহ

নৈতিকভাবে ক্ষতিকর ব্যবহার (অশ্লীলতা, প্রতারণা) হারাম

৯.৫ বিজ্ঞান ও ঈমানের সম্পর্ক

ইসলামে বিজ্ঞান এবং ঈমান একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর সৃষ্টিতে ঈমান বৃদ্ধি করে।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর ভয় তো কেবল আলেমরাই করে।"
— সূরা ফাতির: ২৮

৯.৬ ইসলামে গবেষণার গুরুত্ব

ইসলাম অনুসন্ধানমূলক জ্ঞানের পক্ষে:
ইজতিহাদ (ব্যক্তিগত যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত)
জ্ঞানচর্চায় উম্মাহকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান
প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার অনুমোদন

৯.৭ পরিবেশ বিজ্ঞান ও ইসলামের শিক্ষা

ইসলাম পরিবেশ রক্ষার কথা বলে:

গাছ লাগানো সাদাকাহ
পানি অপচয় নিষিদ্ধ
পশু-পাখির প্রতি দয়া
দূষণ হ্রাসের নির্দেশ

إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها

"প্রলয়কালের মুহূর্ত এলেও যদি কারো হাতে একটি চারা থাকে, সে যেন তা রোপণ করে।"
— সহীহ বুখারী, আদাবুল মুফরাদ

৯.৮ ইসলামে প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার

ইসলাম প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার সমর্থন করে না:

ইন্টারনেটের গুনাহ থেকে বিরত থাকা
সোশ্যাল মিডিয়ায় গীবত, অপমান, মিথ্যা — হারাম
চ্যাটবট, এআই প্রযুক্তি — সৎ কাজের জন্য ব্যবহারে অনুমতি

৯.৯ মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার কারণ ও করণীয়

১. বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকা
২. অন্ধ অনুকরণ
৩. গবেষণার প্রতি অনাগ্রহ
৪. দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানের মধ্যে বিভাজন

করণীয়:
ইসলামী বিজ্ঞান চর্চা পুনরুজ্জীবন
দ্বীনি শিক্ষার সাথে আধুনিক বিজ্ঞান একত্রে শেখানো
গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন ও উৎসাহ প্রদান

৯.১০ উপসংহার

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা চিন্তা-গবেষণা, প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ ও কল্যাণকর প্রযুক্তির পক্ষে। মুসলিম জাতির অতীত বিজ্ঞানচর্চা আজকের সভ্যতার ভিত্তি। তাই ইসলামের আলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কল্যাণে কাজে লাগানো বর্তমান সময়ের জন্য অপরিহার্য।

অধ্যায় ১০: ইসলাম ও মানবাধিকার

১০.১ মানবাধিকার: ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

ইসলাম মানবাধিকারের ভিত্তি স্থাপন করেছে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে। ১৪০০ বছর পূর্বে যখন দুনিয়ার কোথাও মানবাধিকারের ধারণা ছিল না, তখন ইসলাম ঘোষণা করেছে:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি।"

— সূরা বনী ইসরাইল: ৭০

এই আয়াতে মানবজাতির সম্মান নিশ্চিত করা হয়েছে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে।

১০.২ ইসলামে মানবাধিকারের শ্রেণিবিন্যাস

ইসলামে মানবাধিকার মূলত তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়:

১. ব্যক্তিগত অধিকার
২. সামাজিক অধিকার
৩. আধ্যাত্মিক অধিকার

১০.৩ জীবন ও নিরাপত্তার অধিকার

জীবন হলো সর্বোচ্চ মূল্যবান ধন। ইসলাম কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা নিষিদ্ধ করেছে:

مَن قَتَلَ نَفْسًا... فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"যে একজন মানুষকে হত্যা করলো, সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করলো।"

— সূরা মায়িদা: ৩২

১০.৪ ধর্মপালনের স্বাধীনতা

ইসলাম বলে, ধর্মের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"ধর্মে জবরদস্তি নেই।"

— সূরা বাকারা: ২৫৬

অমুসলিমদের ধর্ম পালনের অধিকার রক্ষা ইসলামী শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১০.৫ নারীর অধিকার

ইসলাম নারীদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে:

উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার

শিক্ষার অধিকার

বিবাহে সম্মতির অধিকার

কাজের অধিকার (শরিয়তের সীমার মাঝে)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তাদের (নারীদের) যেমন অধিকার আছে, তেমনি তাদের উপর দায়িত্বও রয়েছে।"

— সূরা বাকারা: ২২৮

১০.৬ শ্রমিকের অধিকার

রাসূল (সা.) বলেন:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"মজুরকে তার ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও।"

— ইবন মাজাহ: ২৪৪৩

শ্রমিককে সম্মান দেওয়া, তার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা ইসলামী নীতির অংশ।

১০.৭ এতিম ও নিঃস্বদের অধিকার

ইসলাম এতিমদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে:
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
"অতএব, এতিমকে অবহেলা করো না।"
— সূরা আদ-দুহা: ৯
নিঃস্ব ও মিসকিনের হক ইসলামে জাকাত ও সদকার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।

১০.৮ দাস ও বন্দিদের অধিকার

ইসলাম দাসপ্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথ খুলে দেয়:
দাসমুক্তিকে পুণ্যের কাজ হিসেবে ঘোষণা
দাসদের খাদ্য, বসন, আশ্রয়ে সমতা নিশ্চিত
যুদ্ধবন্দিদের প্রতি সদ্ব্যবহার

১০.৯ মানবাধিকারে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য ফরজ:
নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
ধর্ম, জীবন, সম্পদ, মানসম্মান রক্ষা করা
বিচারব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা

১০.১০ ইসলাম বনাম আধুনিক মানবাধিকার

আধুনিক মানবাধিকার অনেক সময় সীমালঙ্ঘন ও নৈতিকতা বিসর্জন দেয়, যেমন:

সমকামিতাকে অধিকার ঘোষণা
ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধিতা
ইসলাম সুষম দৃষ্টিভঙ্গি দেয়—ন্যায়, নৈতিকতা ও সমাজের মঙ্গলের ভিত্তিতে।

১০.১১ উপসংহার

ইসলামই প্রকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক। ইসলামী মানবাধিকার ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপত্তা, সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করে। আজকের দুনিয়ায় এই ইসলামি মানবাধিকারের দর্শনই মানুষকে প্রকৃত মুক্তি দিতে পারে।

অধ্যায় ১১: ইসলাম ও অর্থনীতি/আর্থসামাজিক জীবন

১১.১ ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন: পরিচিতি

ইসলামে অর্থনীতি কেবল মুনাফা অর্জনের উপায় নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে তা ব্যয় করাই মূল লক্ষ্য।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"তাদের ধনে আছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"

— সূরা যারিয়াত: ১৯

১১.২ ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক স্তম্ভ

১. হালাল উপার্জন — যেকোনো হারাম আয় ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে
২. সম্পদের সুষম বণ্টন — ধনীর সম্পদ দরিদ্রের কাছেও পৌঁছাতে হবে
৩. জাকাত ও সদকা — আর্থসামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ
৪. সুদবিহীন ব্যবস্থা — সুদকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে
৫. মৌলিক চাহিদা পূরণে অগ্রাধিকার — খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা

১১.৩ সুদ নিষিদ্ধের কারণ ও প্রভাব

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না।"

— সূরা আল-ইমরান: ১৩০

প্রভাব:
গরিব আরও গরিব হয়
ধনী আরও ধনী হয়
সম্পদের কু-সংহতি ঘটে
সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয়

১১.৪ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলাম

ইসলামে ব্যবসাকে হালাল উপার্জনের সর্বোত্তম পথ বলা হয়েছে:

...التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ

"সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হবেন নবী, শহীদ ও সিদ্দিকদের সাথী।"

— তিরমিজি: ১২০৯

ব্যবসায় প্রতারণা, ওজনে কম দেওয়া, মজুতদারি হারাম।

১১.৫ কর্মসংস্থান ও পরিশ্রমের মর্যাদা

পরিশ্রমকে ইসলাম সম্মানজনক আয় বলে গণ্য করে। রাসূল (সা.) বলেন:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যই সর্বোত্তম।"

— সহীহ বুখারী: ২০৭২

১১.৬ দান ও সমাজকল্যাণ

ইসলাম শুধু জাকাত নয়, অতিরিক্ত সম্পদ থেকেও দান করার শিক্ষা দেয়:

...مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় ধন ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ... সাতটি শীষ..."

— সূরা বাকারা: ২৬১

১১.৭ দরিদ্র ও নিঃস্বদের অধিকার

জাকাত ও সদকা শুধু পূণ্য নয়, বরং দরিদ্রদের অধিকার:

জাকাত: বাৎসরিক ২.৫% সম্পদের হক

ফিতরা: ঈদের আগে দরিদ্রদের জন্য

ওয়াকফ: জনকল্যাণে স্থায়ী সম্পদ উৎসর্গ

১১.৮ নারী ও অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে:
মোহরানা
উত্তরাধিকার
নিজস্ব সম্পদে পূর্ণ মালিকানা
ব্যবসা বা কাজ করার অনুমতি শরিয়তের শর্তসাপেক্ষে

১১.৯ কর ব্যবস্থাপনা ও রাজস্বনীতি

ইসলামী রাষ্ট্র কর আদায় করতে পারে, তবে:
তা হতে হবে ন্যায্য
জনগণের কল্যাণে ব্যয়যোগ্য
অত্যাচারমূলক হতে পারবে না

১১.১০ অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সামাজিক শান্তি

ইসলামী অর্থনীতি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে:
ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পর্ক
সম্পদের প্রবাহ নীচের স্তরে পৌঁছানো
আত্মসন্তুষ্টি ও ইনসাফের সমাজ গঠন

১১.১১ উপসংহার

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে—সম্পদের ন্যায়বিচারপূর্ণ বণ্টন, হালাল উপার্জন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের কল্যাণ। ইসলামী অর্থনীতি কেবল একটি ধর্মীয় আদর্শ নয়, বরং একটি কার্যকর, ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক অর্থনৈতিক দর্শন।

অধ্যায় ১২: ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

১২.১ ভূমিকা

ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা। তার নির্দেশনা শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের জন্য নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বৈদেশিক নীতি ও বিশ্ব মানবতার দিকনির্দেশনাও প্রদান করে। ইসলামী কূটনীতি ন্যায়, শান্তি ও সহাবস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১২.২ ইসলামে বৈদেশিক সম্পর্কের মূলনীতি

১. আমানত ও সত্যনিষ্ঠতা
২. ন্যায় ও ইনসাফ
৩. চুক্তি রক্ষা
৪. আক্রমণ না করা ও আত্মরক্ষা
৫. শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ফিতনা প্রতিরোধ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেন, আমানত তার হকদারের কাছে পৌঁছে দিতে।"

— সূরা নিসা: ৫৮

১২.৩ রাসূল (সা.)-এর কূটনৈতিক দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ (সা.) আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে যেসব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন:
হুদায়বিয়া চুক্তি: রাজনৈতিক দূরদর্শিতা
মুতার যুদ্ধ: আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা
নজরান খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি: সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত
বাদশাহদের কাছে পত্র প্রেরণ: বিশ্বজনীন দাওয়াত

১২.৪ চুক্তি পালন ও ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম চুক্তি ভঙ্গকে ঘৃণার চোখে দেখে:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولً

”তোমরা চুক্তি পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই চুক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।“

সূরা ইসরা: ৩৪ —

১২.৫ যুদ্ধ ও শান্তির নীতি

ইসলামে যুদ্ধ শেষ বিকল্প। এর মূলনীতি:

আত্মরক্ষার জন্য

নিপীড়িতদের মুক্তির জন্য

অত্যাচার রোধে

শান্তি সবসময় অগ্রাধিকার:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

“যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে, তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকো।”

— সূরা আনফাল: ৬১

১২.৬ অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক

ইসলাম অমুসলিমদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সম্পর্ক সমর্থন করে। দাওয়াত, বাণিজ্য ও মানবিক সাহায্য—এগুলো ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অংশ।

...لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

“যারা তোমাদের ধর্মের কারণে যুদ্ধ করেনি... তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না।”

— সূরা মুমতাহিনা: ৮

১২.৭ ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা

নির্যাতিতের পাশে দাঁড়ানো

ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম

দাওয়াত ও মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখা
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১২.৮ সমসাময়িক বাস্তবতায় ইসলামী সম্পর্কনীতি

বর্তমান বিশ্বে:
জাতিসংঘ, ওআইসি, আন্তর্জাতিক কোর্ট—ইসলামী রাষ্ট্রগুলো অংশগ্রহণ করছে
মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য
গাজার মতো ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জরুরি

১২.৯ ইসলাম ও বিশ্বমানবতা

ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নীতির মূল লক্ষ্য হলো মানবজাতিকে শান্তি, ইনসাফ ও দয়ালু সহাবস্থানের দিকে পরিচালিত করা।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতরূপে পাঠিয়েছি।"
— সূরা আম্বিয়া: ১০৭

১২.১০ উপসংহার

ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি আধুনিক কূটনীতির চেয়েও গভীর, মানবিক ও সুবিন্যস্ত। এটি শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং পুরো মানবতার কল্যাণে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত। শান্তি, ন্যায় ও সহনশীলতা—এই তিনটি মূল স্তম্ভ ইসলামী আন্তর্জাতিক নীতির ভিত্তি।

অধ্যায় ১৩: ইসলাম ও পরিবেশ/প্রকৃতি সংরক্ষণ

১৩.১ ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইসলাম চৌদ্দশ' বছর আগেই পরিবেশ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে। প্রকৃতি আল্লাহর সৃষ্টি, একে রক্ষা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

১৩.২ আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে পরিবেশ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

"আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন।"

— সূরা ইব্রাহিম: ৩২

প্রকৃতি আমাদের জন্য এক নিয়ামত। এটি বিনষ্ট করা অকৃতজ্ঞতা।

১৩.৩ পরিবেশের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

১. পানির অপচয় নিষিদ্ধ
২. গাছ কাটা নিরুৎসাহিত
৩. প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা হারাম
৪. পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ
৫. বায়ু, জল, মাটি — সবকিছুর হক রয়েছে

১৩.৪ রাসূল (সা.)-এর পরিবেশবান্ধব নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিবেশ সংরক্ষণে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন:
ওজু করার সময় অল্প পানি ব্যবহার
বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহ
গরিব পশু-পাখিকে কষ্ট না দেওয়া

রাস্তা পরিষ্কার রাখা
পানির উৎস অপবিত্র না করা

...مَنْ غَرَسَ شَجَرَةً فَلَهُ بِهَا مِنَ الأَجْرِ

“যে গাছ রোপণ করলো, যতক্ষণ সে ফল দেয়, ততক্ষণ সওয়াব মিলবে।”
— মুসনাদ আহমাদ: ১৩৪৩৮

১৩.৫ বৃক্ষরোপণ ও ভূমির সুরক্ষা

ইসলামে বৃক্ষরোপণ একটি সাদকা:

...إِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ

“কেয়ামত সংঘটিত হলেও কারো হাতে যদি গাছের চারা থাকে, সে যেন তা রোপণ করে।”
— মুসনাদ আহমাদ: ১২৯৮১

এটি পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ববোধের নিদর্শন।

১৩.৬ প্রাণী ও পাখির অধিকার

ইসলাম পশু-পাখির সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়:
খাদ্য, পানি দেওয়া
কষ্ট না দেওয়া
শিকারের আগে উদ্দেশ্য নির্ধারণ
নিছক বিনোদনের জন্য হত্যা নিষিদ্ধ

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْر

“প্রতিটি জীবিত প্রাণীর সেবায় সওয়াব রয়েছে।”
— সহীহ বুখারী: ২৩৬৩

১৩.৭ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: ঈমানের অঙ্গ

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ

“পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।”
— সহীহ মুসলিম: ২২৩
রাস্তা, পুকুর, মসজিদ, বাসস্থান—সব পরিচ্ছন্ন রাখা ঈমানদারের দায়িত্ব।

১৩.৮ পরিবেশ দূষণ ও ইসলামী সতর্কতা

ইসলাম যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে:
পানির অপচয়
দূষণকারী শিল্পের অবহেলা
শব্দদূষণ
বর্জ্য পদার্থ সঠিকভাবে নিষ্কাশন না করা

১৩.৯ পরিবেশ সংরক্ষণে মুসলিমের ভূমিকা

মুসলিম মাত্রই পরিবেশ সচেতন:
গাছ লাগানো
পানি সংরক্ষণ
প্লাস্টিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য ব্যবহার
জনসচেতনতা সৃষ্টি

১৩.১০ উপসংহার

ইসলাম পরিবেশকে স্রষ্টার এক অপার নিদর্শন হিসেবে দেখে। একে ভালোবাসা, সংরক্ষণ এবং বিকাশ ঘটানো প্রত্যেক মুসলিমের ধর্মীয় দায়িত্ব। আজকের সংকটপূর্ণ প্রেক্ষাপটে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলেই পৃথিবীকে একটি নিরাপদ আবাসভূমি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

অধ্যায় ১৪: ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৪.১ ভূমিকা

ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্ম। কুরআনের প্রথম বাণীই "পড়" দিয়ে শুরু। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, প্রযুক্তির যুগ—আর ইসলাম এই অগ্রগতিকে উৎসাহিত করে।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

— সূরা আলাক: ১

১৪.২ ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) অর্জন ফরজ:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞানার্জন ফরজ।"

— ইবন মাজাহ: ২২৪

ইসলাম বিজ্ঞানচর্চাকে ইবাদতের অংশ মনে করে।

১৪.৩ কুরআন ও বিজ্ঞান

কুরআনে বহু আয়াতে প্রাকৃতিক জগত ও বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে:

জ্যোতির্বিজ্ঞান (সূর্য-চন্দ্রের গতি)

ভ্রূণবিজ্ঞান

ভূগোল (পর্বত, নদী, ভূমির সৃষ্টি)

পানির চক্র

প্রাণীর জীবনপ্রক্রিয়া

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

"আর আমরা পানি দ্বারা সকল জীবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি।"

— সূরা আম্বিয়া: ৩০

১৪.৪ রাসূল (সা.)-এর বিজ্ঞানমনস্কতা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে পানির ব্যবহার, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, খাদ্যবিজ্ঞান ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যায়:

হালাল-হারাম খাদ্যব্যবস্থা

স্বাস্থ্যবিধি (ঘুম, দাঁত মাজা, পেটভরা খাওয়া থেকে বিরত থাকা)

চিকিৎসার জন্য কালোজিরা, মধু ব্যবহারের উপদেশ

১৪.৫ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়:

ইবন সিনা (Avicenna): চিকিৎসাবিজ্ঞান

আল খোয়ারিজমি: গণিত ও অ্যালজেব্রা

আল হায়থাম: অপটিক্স ও পদার্থবিজ্ঞান

ইবন রুশদ: দর্শন ও আইন

জাবির ইবন হাইয়ান: রসায়নবিদ

তাঁদের গবেষণাই ইউরোপের রেনেসাঁকে উস্কে দেয়।

১৪.৬ আধুনিক প্রযুক্তি ও ইসলামের ব্যবহার

ইসলাম প্রযুক্তিকে বিরোধিতা করে না; বরং তা ব্যবহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে উৎসাহিত করে:

অনলাইন দাওয়াত

ইসলামিক অ্যাপস ও সফটওয়্যার

চাঁদ দেখার আধুনিক যন্ত্র

হালাল ই-কমার্স

ডিজিটাল কুরআন ও হাদিস লাইব্রেরি

১৪.৭ প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

যদিও প্রযুক্তি অনেক সুযোগ তৈরি করেছে, ইসলাম এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখে:
প্রযুক্তি যেন ঈমান ধ্বংস না করে
সামাজিক নৈতিকতা রক্ষা
সময় অপচয় রোধ
গোপনীয়তা রক্ষা
প্রযুক্তি যেন অশ্লীলতা ও গীবতের হাতিয়ার না হয়

১৪.৮ বিজ্ঞান ও ঈমানের সমন্বয়

ইসলাম বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে বলে:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে... জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"
— সূরা আল ইমরান: ১৯০

১৪.৯ মুসলিম বিশ্বের করণীয়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ
শিক্ষাব্যবস্থায় গবেষণার গুরুত্ব
হালাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন
প্রযুক্তির ইসলামিক নির্দেশনা প্রণয়ন

১৪.১০ উপসংহার

ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। ইসলাম মানুষকে চিন্তা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতের সন্ধানে আহ্বান জানায়। আধুনিক প্রযুক্তিকে নৈতিকভাবে ব্যবহার করে মুসলিম বিশ্ব উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে।

অধ্যায় ১৫: ইসলাম ও মানবাধিকার

১৫.১ ভূমিকা

আজকের পৃথিবীতে 'মানবাধিকার' শব্দটি বহুল আলোচিত। তবে ইসলামই সর্বপ্রথম ধর্ম হিসেবে মানবাধিকারকে পূর্ণাঙ্গ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে।

১৫.২ মানবাধিকার: ইসলামের মৌলিক দর্শন

ইসলাম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি।"
— সূরা বনি ইসরাঈল: ৭০

মানুষ—ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে—সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখে।

১৫.৩ ইসলাম স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারসমূহ

১. জীবনের অধিকার

হত্যা হারাম
আত্মহত্যা নিষিদ্ধ
যুদ্ধেও নিরপরাধকে হত্যা নিষিদ্ধ

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ... فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"যে একটি প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল।"
— সূরা মায়িদা: ৩২

২. ধর্মপালনের স্বাধীনতা

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"ধর্মে জবরদস্তি নেই।"
— সূরা বাকারা: ২৫৬
৩. সম্পত্তির অধিকার

সম্পদ রক্ষা, চুরি ও ছিনতাই নিষিদ্ধ
উত্তরাধিকার নিশ্চিত

৪. মানবসমতা

"আরবের উপর আজমের কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই... তাকওয়া ব্যতীত।"
— হাদিস: তিরমিজি, ৩২৭০

৫. নারীর অধিকার

সম্মান ও মর্যাদা
শিক্ষা ও উত্তরাধিকার
বিবাহ ও বিবাহবিচারে স্বাধীনতা

৬. শিশুর অধিকার

ভালোবাসা, খাদ্য, শিক্ষা ও নিরাপত্তা
কন্যা শিশুর অধিকার রক্ষা

৭. বন্দী ও যুদ্ধবন্দীদের অধিকার
শত্রু হলেও ভালো আচরণ
খাদ্য, আশ্রয় ও চিকিৎসা প্রদান

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“তারা খাবার দেয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য—মিসকিন, এতিম ও বন্দীকে।”
— সূরা দাহর: ৮

১৫.৪ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মানবাধিকার প্রচলন

হজ্বতের বিদায়ের ভাষণে রাসূল (সা.) মানবাধিকারের মৌলিক ঘোষণাগুলো দিয়েছেন:
রক্ত, সম্পদ, ইজ্জতের নিরাপত্তা
নারীর অধিকার
সুদের নিষেধাজ্ঞা
জাতিগত বৈষম্যের নিন্দা
“তোমাদের কারো রক্ত, সম্পদ ও সম্মান—এই মাস, এই দিন ও এই শহরের মতোই পবিত্র।”

১৫.৫ ইসলামী রাষ্ট্রে অধিকার নিশ্চিতকরণ

ন্যায়বিচার নিশ্চিত
জাকাত ও খয়রাতের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা
নাগরিকের দায়িত্ব ও অধিকার সুরক্ষা
আদালতের স্বাধীনতা

১৫.৬ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইসলামী প্রতিকার

ইসলামে নির্যাতন, নিপীড়ন ও জুলুম হারাম:
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
“তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।”
— সূরা বাকারা: ১৯০

১৫.৭ আধুনিক বিশ্বে ইসলামী মানবাধিকার চর্চার প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম বিশ্বের মানবাধিকার সংরক্ষণে দুর্বলতা

ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের সাথে ইসলামের তুলনামূলক বিশ্লেষণ
ইসলামের ব্যাখ্যার অপব্যবহার রোধ

১৫.৮ উপসংহার

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা শুধুমাত্র ধর্মীয় রীতিনীতিই নয়, বরং মানবিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষার নির্দেশনাও দিয়েছে। যদি ইসলামী মানবাধিকার বাস্তবায়ন হতো, তবে পৃথিবী সত্যিকারের শান্তির উদাহরণ হতে পারত।

অধ্যায় ১৬: ইসলাম ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

১৬.১ ভূমিকা

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি ন্যায়সংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম এমন একটি অর্থনীতি গঠন করতে চায় যেখানে ধনসম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, সামাজিক ন্যায় এবং মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

১৬.২ ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শনের মূলনীতি

১. আল্লাহ মালিক, মানুষ খলিফা
সমস্ত সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ
মানুষ সম্পদের ব্যবস্থাপক

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ

"তাদের আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে দাও।"
— সূরা নূর: ৩৩

২. হালাল উপার্জন ও ব্যয়
ব্যবসা ও শ্রমের মাধ্যমে হালাল রিজিক
হারাম আয় হারাম ঘোষণা

৩. ব্যয় ও সঞ্চয়ে মধ্যপন্থা

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"অপচয় করো না।"
— সূরা ইসরা: ২৬

১৬.৩ হারাম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিষেধাজ্ঞা

১. সুদ (রিবা) স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা
وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"
— সূরা বাকারা: ২৭৫

২. ঘুষ ও দুর্নীতি
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করো না।"
— সূরা বাকারা: ১৮৮
৩. জুয়া ও মদ্যপ ব্যবসা
সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ সৃষ্টি করে

১৬.৪ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উপাদান

১. যাকাত- বাধ্যতামূলক দান - ধনী ও গরিবের মধ্যে অর্থ বণ্টনের সেতুবন্ধন

২. সদকা ও খয়রাত -ঐচ্ছিক দান - গরিবের অধিকার প্রতিষ্ঠা

৩. ওয়াকফ ব্যবস্থা -সম্পদকে সমাজকল্যাণে উৎসর্গ

৪. মুদারাবা ও মুশারাকা - লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে যৌথ বিনিয়োগের পদ্ধতি

১৬.৫ ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী নীতিমালা

সত্যবাদিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা
ঠকানো নিষিদ্ধ
ওজন ও পরিমাপে সঠিকতা
প্রতারণা ও মজুতকরণ হারাম

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"
— সহিহ মুসলিম: ১০১

১৬.৬ কর্মসংস্থান ও শ্রমনীতি

শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার
সময়মতো মজুরি
কাজের পরিবেশে নিরাপত্তা
শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক দায়িত্ব

১৬.৭ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ

ইসলামী অর্থনীতি এমন একটি সমাজ গঠন করতে চায়, যেখানে কেউ অনাহারে না থাকে এবং সমাজে সম্পদের ভারসাম্য থাকে।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"তাদের ধনে ছিল প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।"
— সূরা যারিয়াত: ১৯

১৬.৮ আধুনিক ব্যাংকিং ও ইসলামী বিকল্প

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা
ইসলামী ব্যাংকিং: লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ
হালাল ও ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন

১৬.৯ বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ

পশ্চিমা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা
ইসলামী অর্থনীতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত—রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব
প্রযুক্তিনির্ভর হালাল অর্থনীতির প্রয়োজন

১৬.১০ উপসংহার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ, ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি উপস্থাপন করে, যা সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায়। ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও শোষণের অবসান সম্ভব।

অধ্যায় ১৭: ইসলাম ও পরিবেশ

১৭.১ ভূমিকা

পরিবেশ আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ। গাছ, পানি, বাতাস, প্রাণী, মাটি—সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং আমাদের কাছে একটি আমানত। ইসলাম পরিবেশকে শুধু সংরক্ষণের নির্দেশই দেয়নি, বরং একে রক্ষা করা ইবাদতের সমান মর্যাদা দিয়েছে।

১৭.২ পরিবেশ সংরক্ষণ: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে অশান্তি সৃষ্টি করো না।"

— সূরা আ'রাফ: ৫৬

এই আয়াত থেকেই বোঝা যায়, পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখা ইসলামি শিক্ষার অংশ।

১৭.৩ প্রকৃতির প্রতি ইসলামের দায়িত্ববোধ

১. গাছ লাগানো ও রোপণ

রাসূল (সা.) বলেন:

"যদি কেয়ামত কিয়ামত ঘটে যায়, অথচ কারও হাতে একটি গাছের চারা থাকে, তবে সে যেন তা রোপণ করে।"

— মুসনাদ আহমদ: ১২৯৮১

২. প্রাণীর প্রতি দয়া
প্রাণীকে অনাহারে মারলে জবাবদিহি করতে হবে
অতিরিক্ত ভার বহন করানো নিষেধ
৩. পানি ও সম্পদের অপচয় নিষিদ্ধ
"তোমরা যদি নদীর ধারে ওজু করো, তবুও পানি অপচয় করো না।"
— ইবনে মাজাহ: ৪২৫

১৭.৪ পরিবেশ দূষণের প্রতি ইসলামিক মনোভাব

বায়ু দূষণ, শব্দদূষণ, জলদূষণ হারাম কাজে পরিণত হয় যদি তা জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত করে

রাস্তা ও জনপথে ময়লা ফেলা নিষিদ্ধ
রাসূল (সা.) বলেন:
"রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো সদকার সমান।"
— বুখারী: ২৮২৭

১৭.৫ পরিবেশগত ভারসাম্য ও সৃষ্টি জগত

وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ

"আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি পরিমিতভাবে।"
— সূরা ক্বামার: ৪৯

এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলে মানবজীবন বিপন্ন হয়। আধুনিক পরিবেশ সংকট সেই ভারসাম্যহীনতার প্রমাণ।

১৭.৬ পরিবেশ ও সামাজিক দায়িত্ব

ইসলাম চায় প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজ যেন পরিবেশ রক্ষায় সচেতন থাকে
সমাজে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলাও ইসলামি দায়িত্ব

১৭.৭ ইসলামী রাষ্ট্র ও পরিবেশনীতি

বৃক্ষরোপণ অভিযান
শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা
পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি

১৭.৮ পরিবেশ রক্ষায় আমাদের করণীয়

১. গাছ লাগানো ও পরিচর্যা
২. পানি অপচয় বন্ধ
৩. প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো
৪. জনপথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
৫. প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ
৬. পরিবেশ শিক্ষা প্রসার

১৭.৯ উপসংহার

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশবান্ধব জীবনব্যবস্থা। পরিবেশ রক্ষা করা শুধু বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য। ইসলাম চায় মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বসবাস করুক, ধ্বংস নয়, গঠন করুক।

অধ্যায় ১৮: ইসলাম ও প্রযুক্তি

১৮.১ ভূমিকা

আজকের বিশ্ব প্রযুক্তিনির্ভর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবজীবনে আশীর্বাদস্বরূপ। ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধী নয়; বরং ইসলাম জ্ঞান অর্জন ও কল্যাণকর আবিষ্কারের পক্ষে। তবে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন নৈতিকতা ও শরিয়তের সীমা অতিক্রম না করে, এ বিষয়ে ইসলাম কড়া নির্দেশনা দিয়েছে।

১৮.২ প্রযুক্তির প্রতি ইসলামের ইতিবাচক মনোভাব

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলুন: যারা জানে ও যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"

— সূরা যুমার: ৯

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন।

১৮.৩ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

হিজরতকালে গোয়েন্দাগিরি, পথনির্দেশ, চাঁদের হিসাব ইত্যাদি প্রযুক্তিমূলক উপায় ব্যবহার করা হয়েছে

বদর যুদ্ধে যুদ্ধকৌশল ও গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার

মসজিদে নববীর নির্মাণে উপকরণ বাছাই

১৮.৪ প্রযুক্তির কল্যাণমূলক ব্যবহার

১. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রযুক্তি

ইসলামে চিকিৎসা গ্রহণ সুন্নত

রোগ নিরাময়ে হালাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রশংসনীয়

২. শিক্ষা ও গবেষণা
অনলাইন ক্লাস, ইসলামি শিক্ষার অ্যাপস, ইসলামিক লাইব্রেরি প্রযুক্তির আশীর্বাদ

৩. দাওয়াহ ও ইসলামী প্রচার
সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, ইসলামিক চ্যানেল
প্রযুক্তির মাধ্যমে কোরআন-হাদিস সহজলভ্য

১৮.৫ প্রযুক্তির অপব্যবহার: ইসলামি নিষেধাজ্ঞা

১. পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীলতা

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

"মুমিনদের বল, তারা যেন দৃষ্টি সংযত রাখে।"
— সূরা নূর: ৩০

২. ভুয়া খবর ও গুজব ছড়ানো
"যে মিথ্যা বলে বা গুজব ছড়ায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" — সহিহ মুসলিম
৩. হ্যাকার, সাইবার অপরাধ ও জালিয়াতি
ইসলাম এ ধরনের অপরাধকে হারাম ঘোষণা করেছে
অন্যের সম্পদ, গোপনীয়তা বা সম্মান বিনষ্ট করা কবিরা গুনাহ

১৮.৬ প্রযুক্তি ও নৈতিকতা

প্রযুক্তি ব্যবহারে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি জরুরি
প্রযুক্তির মাধ্যমে ফিতনা ছড়ানো ও বিভাজন সৃষ্টি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ
মুসলমানের প্রযুক্তি ব্যবহার হওয়া উচিত হালাল, কল্যাণমুখী ও দায়িত্বপূর্ণ

১৮.৭ ভবিষ্যত প্রযুক্তি ও ইসলামিক চ্যালেঞ্জ

AI, রোবটিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?
ইসলামী স্কলারদের গবেষণা ও ফিকহী সিদ্ধান্ত জরুরি

হালাল প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকা প্রয়োজন

১৮.৮ উপসংহার

ইসলাম প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছে, তবে শর্ত হলো তা যেন মানবতা, নৈতিকতা এবং শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন না করে। মুসলমানদের উচিত প্রযুক্তিকে আল্লাহর দেয়া একটি নিয়ামত হিসেবে গণ্য করে তা কল্যাণে ব্যবহার করা।

অধ্যায় ১৯: ইসলাম ও শাসনব্যবস্থা

১৯.১ ভূমিকা

রাষ্ট্র পরিচালনা মানবসমাজের একটি মৌলিক চাহিদা। শাসনব্যবস্থা ছাড়া সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ইনসাফপূর্ণ শাসন ও ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

১৯.২ ইসলামে নেতৃত্ব ও শাসকের দায়িত্ব

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন আমানত তার যোগ্য ব্যক্তিকে দান করতে।"
— সূরা নিসা: ৫৮

নেতৃত্ব একটি বড় আমানত, যা দক্ষ, ন্যায়পরায়ণ ও দ্বীনদার ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারেন।

১৯.৩ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাষ্ট্র মডেল: মদীনা সনদ

১. সকল ধর্মাবলম্বীর অধিকার রক্ষা
২. পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি
৩. আইনের শাসন

৪. যুদ্ধ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা

১৯.৪ খিলাফত ও ইসলামিক শাসনব্যবস্থা

খিলাফতের মূলনীতি: শূরা (পরামর্শ), ইনসাফ (ন্যায়), আমানত (দায়িত্বশীলতা)
চার খলিফার শাসন: ন্যায় ও কল্যাণময় শাসনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ
ইসলামী শাসনব্যবস্থায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নাগরিকদের নিরাপত্তা, অর্থনীতি, বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়

১৯.৫ গণতন্ত্র ও ইসলাম: তুলনামূলক আলোচনা

বিষয়	ইসলামী শাসন	প্রচলিত গণতন্ত্র
আইন	কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক	মানুষের তৈরি আইন
নেতৃত্ব	আল্লাহভীতিসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তি	সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত
উদ্দেশ্য	ইনসাফ ও কল্যাণ	জনমত ও রাজনৈতিক স্বার্থ
নৈতিকতা	শরিয়াহ ভিত্তিক	ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা

ইসলাম গণতন্ত্রের কিছু মৌলিক উপাদান যেমন শূরা, জবাবদিহিতা, ন্যায়—এসব সমর্থন করে। কিন্তু ইসলামি শাসনব্যবস্থায় চূড়ান্ত আইন প্রণেতা আল্লাহ, মানুষ নয়।

১৯.৬ নেতৃত্ব গ্রহণ ও দুর্নীতি রোধ

রাসূল (সা.) বলেন:

“তোমরা নেতৃত্ব চেয়ো না। নেতৃত্ব চাওয়া ব্যক্তি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না।”
— সহিহ মুসলিম: ১৭৩৩
ইসলামে ঘুষ, পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয়তাবাদ, ক্ষমতার অপব্যবহার হারাম।

১৯.৭ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার

১. ধর্মীয় স্বাধীনতা
২. আইনের সমতা
৩. নারীদের মর্যাদা
৪. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
৫. বিচারপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা

১৯.৮ ইসলামে জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা

খলিফা ও শাসকদেরও জনগণের কাছে ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে
পরামর্শমূলক শাসন (শূরা) অত্যাবশ্যক
অন্যায় করলে শাসকের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা বৈধ

১৯.৯ উপসংহার

ইসলাম একটি ন্যায়ভিত্তিক ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার নির্দেশনা দেয়। এটি গণতন্ত্রের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ নয়; বরং ন্যায়, তাকওয়া ও ইনসাফের ভিত্তিতে গঠিত। ইসলাম চায় এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে আল্লাহর বিধান অনুসারে মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে।

অধ্যায় ২০ : ইসলাম ও বিনোদন

২০.১ ভূমিকা:

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন শেখায়। তাই কষ্টকর পরিশ্রমের পর বিনোদন বৈধ, যদি তা ইসলামের সীমারেখা অতিক্রম না করে। হাস্যকৌতুক, ভ্রমণ, পারিবারিক আনন্দ, হালাল সঙ্গীত (যেমন দাফ বা ইসলামি গান), নাটক-নাটিকা—সবই শালীনতার মধ্যে বৈধ।

২০.২: হাদীসের রেফারেন্স:

একবার আবূ বকর (রা.) নবীজীর ঘরে দাফ বাজানো দেখে বিরক্ত হলে, রাসূল (সা.) বলেন:
"ওদের কিছু বলতে দিও না, আজ ঈদের দিন।" (সহীহ বুখারী)

২০.৩: বিনোদনের সীমারেখা:

অশ্লীলতা বা হারাম কাজ থেকে মুক্ত থাকতে হবে
সময়ের অপচয় যেন না হয়
বিনোদন যেন জীবনের মূল উদ্দেশ্য না হয়
হালাল ও শিক্ষনীয় বিনোদনকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে

অধ্যায় ২১: ইসলাম ও মানবাধিকার

২১.১ ভূমিকা

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো সুরক্ষিত করা হয়েছে জন্মের আগেই। জাতি, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ কিংবা ধর্মভেদে ইসলাম কারো প্রতি বৈষম্য করে না। ইসলাম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে হাজার বছর আগেই।

২১.২ সবার জন্য সমান মর্যাদা ও সম্মান

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"আমি আদম সন্তানের প্রতি মর্যাদা দান করেছি।"
— সূরা ইসরা: ৭০
ইসলামে সব মানুষ মর্যাদাসম্পন্ন
জাতি বা গোষ্ঠীভেদে শ্রেষ্ঠত্ব নয়, বরং তাকওয়া-ভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব

২১.৩: ধর্মীয় স্বাধীনতা

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।"
— সূরা বাকারা: ২৫৬

ইসলাম অন্য ধর্মের অনুসারীদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে
মদীনার সনদে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে

২১.৪ জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তা

مَن قَتَلَ نَفْسًا ... فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল... সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল।"

— সূরা মায়েদা: ৩২

জীবনের অধিকার ইসলামে পবিত্র
অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

২১.৫ নারীর অধিকার

ইসলাম নারীদের শিক্ষা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিবাহ ও মতামতের স্বাধীনতা দিয়েছে
কন্যাসন্তানকে সম্মান ও ভালোবাসা করার নির্দেশ দিয়েছেন নবী (সা.)

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ

— "যে ব্যক্তি দুটি কন্যা প্রতিপালন করে, সে কিয়ামতের দিনে আমার সঙ্গী হবে।"
— সহিহ মুসলিম: ২৬৩১

২১.৬ সামাজিক ন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে অবস্থান

ধনী ও গরিব, শাসক ও প্রজার মাঝে ন্যায়বিচার
প্রতিটি ব্যক্তির খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার
মজদুরদের যথাযথ পারিশ্রমিক

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"কর্মচারীর ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"
— ইবন মাজাহ: ২৪৪৩

২১.৭ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও উপদেশের অধিকার

হক কথা বলা- শাসকের সামনেও
সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ইসলামী সমাজের দায়িত্ব

২১.৮ সংখ্যালঘু অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্ম, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক শান্তি বজায় রাখার পূর্ণ অধিকার থাকে
কর প্রদানের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের সুরক্ষায় অংশগ্রহণ করে

২১.৯ মানবাধিকার ও রাসূল (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ

"হে মানুষ, তোমাদের প্রতিপালক একজন। একজন আরবের ওপর অনারবের, অথবা অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই; কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে ব্যতিক্রম।"
— বিদায় হজ্জের ভাষণ
এটি জাতিসংঘের মানবাধিকারের ঘোষণার অনেক আগেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল।

২১.১০ উপসংহার

ইসলাম মানবতার ধর্ম। এর মানবাধিকার চর্চা কেবল কাগজে-কলমে নয়, বাস্তব সমাজে ন্যায়, সমতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি-বর্ণভেদ, লিঙ্গভেদ কিংবা বিশ্বাসভেদে ইসলাম কারো প্রতি অন্যায় সমর্থন করে না। বরং এটি প্রকৃত মানবিকতা ও ইনসাফের পক্ষে দাঁড়ায়।

অধ্যায় ২২: ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

২২.১ ভূমিকা

ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক জীবনব্যবস্থা নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বৈশ্বিক দর্শন। তাই ইসলামে রাষ্ট্রের সীমা ছাড়িয়েও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রতিবেশী দেশ ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

২২.২ শান্তির আহ্বান ইসলামের মূলনীতি

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

"যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকে যাও।"

— সূরা আনফাল: ৬১

ইসলাম যুদ্ধকে প্রাথমিক বা পছন্দনীয় পথ নয়, বরং সর্বশেষ বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করে

ইসলামের মূল আহ্বান 'সালাম'—অর্থাৎ শান্তি

২২.৩ মদীনার সনদ: বহুসংস্কৃতির সহাবস্থানের মডেল

মদীনার সনদ ছিল মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক—সব সম্প্রদায়ের অধিকার ও দায়িত্বের সম্মিলিত চুক্তি

এটি একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক দলিল

এই সনদে সংখ্যালঘুদের পূর্ণ অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল

২২.৪ যুদ্ধের নৈতিকতা ও সীমাবদ্ধতা

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

"তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে সীমালঙ্ঘন করো না।"— সূরা বাকারা: ১৯০

ইসলাম শুধুমাত্র আত্মরক্ষা, নিপীড়নবিরোধী ও নির্যাতিতদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ অনুমোদন করে

নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসামরিক লোকজন ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ

২২.৫ যুদ্ধবন্দী ও শত্রুদের প্রতি আচরণ

বন্দীদের প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ
মুক্তিপণের মাধ্যমে বা বিনা প্রতিদানে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার নজির রয়েছে
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
"তারা খাদ্য দান করে—মিসকিন, এতিম ও বন্দীদের।"
— সূরা ইনসান: ৮

২২.৬ আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি রক্ষা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো।"
— সূরা মায়িদা: ১

ইসলামে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও শান্তি চুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে
কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুক্তি থাকলে তা একতরফাভাবে ভঙ্গ করা জায়েজ নয়

২২.৭ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান
শত্রু রাষ্ট্রকেও মানবতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিবেচনা
দাওয়াতুল হক (সত্যের দাওয়াত) ও সদাচরণ ইসলামের কূটনৈতিক মাধ্যম

২২.৮ ইসলাম ও কূটনীতি

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট চিঠি পাঠিয়ে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন
হুদাইবিয়ার চুক্তি—সাহসিকতা ও দীর্ঘদৃষ্টির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ

২২.৯ যুদ্ধ নয়, শান্তিই ইসলামের উদ্দেশ্য

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

"তোমরা সবাই শান্তির মধ্যে প্রবেশ করো।"
— সূরা বাকারা: ২০৮
ইসলাম চায় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, যুদ্ধ নয়
আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি মানবতা ও ইনসাফনির্ভর

২২.১০ উপসংহার

ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতি একটি ন্যায়, মানবতা ও শান্তির ভিত্তিতে গঠিত। ইসলাম চায় বিশ্বব্যাপী সাম্য, সহানুভূতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক গড়ে উঠুক। এটি আধুনিক আন্তর্জাতিক নীতিমালার পূর্বসূরি ও মানবতার প্রকৃত অভিভাবক।

অধ্যায় ২৩: ইসলাম ও খেলাধুলা

২৩.১ ভূমিকা:

ইসলাম শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষায় খেলাধুলাকে উৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও শরীরচর্চা, দৌড়, কুস্তি, ঘোড়দৌড় ও তিরন্দাজির প্রশিক্ষণকে উৎসাহ দিয়েছেন। তবে খেলাধুলা যেন নামাজ, দায়িত্ব কিংবা ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

২৩.২: হাদীসের রেফারেন্স:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"মুমিনের শক্তিশালী দেহ আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয়।"
(সহীহ মুসলিম)

আরেক হাদীসে রয়েছে:
"তোমরা তিরন্দাজি করো এবং আমি তাতে তোমাদের পাশে আছি।"
(সহীহ মুসলিম)

২৩.৩: নির্দেশনাসমূহ:

খেলাধুলা শরীরের উপকারে হতে হবে
সময় অপচয় যেন না হয়
পোশাকে শালীনতা বজায় রাখতে হবে
জুয়া ও বাজি নিষিদ্ধ

অধ্যায় ২৪: ইসলাম ও শান্তির দৃষ্টিভঙ্গি

২৪.১:ভূমিকা:

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা তার নামেই শান্তির ঘোষণা দেয়। কিন্তু ইসলাম শুধু অস্তিত্বগত শান্তি নয়, বরং চারটি স্তরের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে:

১) ব্যক্তিগত হৃদয়ের শান্তি
২) পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি
৩) ধর্মীয় সহাবস্থানের শান্তি
৪) আন্তর্জাতিক মানবিক শান্তি।

এই অধ্যায়ে ইসলাম যেভাবে শান্তিকে বহুমাত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা তুলে ধরা হয়েছে।

২৪.২: হৃদয়ের বা আত্মিক শান্তি

একজন মুসলমানের হৃদয় তখনই শান্তিতে থাকে, যখন সে আল্লাহর স্মরণে থাকে, কৃতজ্ঞ থাকে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।
আয়াত:

"أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"

(সূরা রা'দ ১৩:২৮)
অনুবাদ: "জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"

বিশ্লেষণ:
আধুনিক যুগের মানসিক উদ্বেগ, হতাশা ও একাকীত্বের প্রতিষেধক ইসলাম প্রদান করে "তাওয়াক্কুল" ও "সবর"-এর মাধ্যমে। এটি আত্মশান্তির এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

২৪.৩: মতবিরোধ ও বিবাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমাধানের নির্দেশনা

ইসলামে মতবিরোধকে দমন নয় বরং সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে দ্বিমত নিরসনের মূলনীতিকে ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শান্তির নীতি বলা যায়।

আয়াত:

"فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ"

(সূরা হুজরাত ৪৯:১০)
অনুবাদ: "তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।"

২৪.৪:নির্দেশনা:

ভূমিকা:

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা তার নামেই শান্তির ঘোষণা দেয়। কিন্তু ইসলাম শুধু অস্তিত্বগত শান্তি নয়, বরং চারটি স্তরের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে:
১) ব্যক্তিগত হৃদয়ের শান্তি
২) পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি
৩) ধর্মীয় সহাবস্থানের শান্তি
৪) আন্তর্জাতিক মানবিক শান্তি।

এই অধ্যায়ে ইসলাম যেভাবে শান্তিকে বহুমাত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা তুলে ধরা হয়েছে।

১. হৃদয়ের বা আত্মিক শান্তি
একজন মুসলমানের হৃদয় তখনই শান্তিতে থাকে, যখন সে আল্লাহর স্মরণে থাকে, কৃতজ্ঞ থাকে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।
আয়াত:

"أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"

(সূরা রা'দ ১৩:২৮)

অনুবাদ: "জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"

বিশ্লেষণ:

আধুনিক যুগের মানসিক উদ্বেগ, হতাশা ও একাকীত্বের প্রতিষেধক ইসলাম প্রদান করে "তাওয়াক্কুল" ও "সবর"-এর মাধ্যমে। এটি আত্মশান্তির এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

২. মতবিরোধ ও বিবাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমাধানের নির্দেশনা

ইসলামে মতবিরোধকে দমন নয় বরং সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে দ্বিমত নিরসনের মূলনীতিকে ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শান্তির নীতি বলা যায়।

আয়াত:

"فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ"

(সূরা হুজরাত ৪৯:১০)

অনুবাদ: "তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।"

কারও দোষ খোঁজা নয়, বরং সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ

বিবাদের সময় "আদাবুল ইখতিলাফ" (ভদ্র মতবিরোধ) অনুসরণ

সমাজে বিভাজন রোধে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়

৩. শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও দ্ব্যর্থহীন অবস্থান

ইসলাম অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলে—তবে তা শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য উপায়ে। সহিংসতা নয়, বরং প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে "আমানত", "নসীহত" ও "হিকমাহ" ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।ট

আয়াত:

"ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"

(সূরা নাহল ১৬:১২৫)

অনুবাদ: “আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দিয়ে।”

৪. আন্তর্জাতিক শান্তি ও যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্মিলন

ইসলাম যুদ্ধকে প্রশ্রয় দেয় না; বরং যুদ্ধের পরও শত্রুর সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পুনঃসম্পর্ক স্থাপন করতে বলে।
আয়াত:

"وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا"

(সূরা আনফাল ৮:৬১)
অনুবাদ: “যদি তারা শান্তির দিকে আগ্রহী হয়, তবে তুমিও শান্তির পথে অগ্রসর হও।”
বিশ্লেষণ:
এই শান্তির নীতি আজকের বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলমানদের একটি পথনির্দেশ হতে পারে—যেখানে দখল নয়, পুনর্গঠন এবং ক্ষমা বড় কথা।

৫. মুসলিম পরিচয়ের মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা
ইসলাম বিশ্বাস করে, মুসলমানদের চারিত্রিক গুণাবলি যেমন–
সততা
দায়িত্ববোধ
ধৈর্য
ক্ষমা
এইসব গুণই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রাখে।

রাসূল (সা.) বলেন:

"أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"

(সুনান নাসাঈ)
অনুবাদ: “সেরা জিহাদ হলো অন্যায় শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা।”

২৪.৫: উপসংহার:

ইসলাম শুধু যুদ্ধ নয়, বরং সর্বস্তরে শান্তির একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন। ইসলামী শান্তির দর্শন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, বরং সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের জন্যও প্রযোজ্য। একটি আত্মিক, নৈতিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে ইসলাম মানবজাতিকে প্রকৃত শান্তির দিকে আহ্বান জানায়।

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ চিরন্তন সত্য ও সঠিক জীবনব্যবস্থার সন্ধানে থেকেছে। ইসলাম, মহান আল্লাহর প্রেরিত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত—উভয়ের সফলতা অর্জনের পাথেয়। এই গবেষণাকর্মে "ইসলাম ও আমাদের জীবন" শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে জীবনের প্রায় সব দিক—ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, বিজ্ঞান, পরিবেশ, নৈতিকতা, মানবাধিকার, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে।

এই থিসিসের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, তা প্রমাণ করা এবং তা যে কেবল উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনঘনিষ্ঠ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য—তা তুলে ধরা। কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রামাণ্য উদ্ধৃতি, মুসলিম মনীষীদের চিন্তা ও ইতিহাসের বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেলাম যে, ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লে মানবজীবনে শান্তি, ইনসাফ, কল্যাণ ও ভারসাম্য ফিরে আসে।

বর্তমান বিশ্বের নৈতিক অবক্ষয়, পরিবেশ বিপর্যয়, অর্থনৈতিক অসাম্য, সামাজিক অনাচার এবং আত্মিক শূন্যতার মাঝে ইসলামই হতে পারে একমাত্র পরিত্রাণের পথ। তবে এর জন্য প্রয়োজন ইসলামের যথার্থ অনুধাবন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ।

এই গবেষণাপত্রের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে বলা যায়, প্রতিটি অধ্যায়ই আরও বিস্তৃত ও বিশ্লেষণযোগ্য। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও গভীরতর গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আমাকে এই কাজ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন। সেইসাথে শিক্ষক, সহপাঠী ও পরিবারবর্গকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ সম্ভব হতো না।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন গঠনের তাওফিক দিন।

আমিন।

গ্রন্থপঞ্জি (রেফারেন্স)

১. আল-কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)
২. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম
৩. তাফসীর ইবন কাসীর
৪. "ইসলামী জীবনব্যবস্থা", মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী
৫. "ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার", ড. ইউসুফ আল-ক্বারজাভী
৬. "ইসলামের পরিচয়", মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী
৭. "ইসলামের পরিবেশ দর্শন", ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

শেষ কথা

এই গবেষণাটি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রণীত। যদি কোনো ভুলত্রুটি থাকে, তা অনিচ্ছাকৃত এবং লেখকের সীমাবদ্ধতার কারণে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য জ্ঞান অর্জন ও তা জীবনে বাস্তবায়নের তাওফিক দিন। আমিন।